দৈনিক
ইত্তেফাক

18 OCT 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৫

বাকৃবিতে মার খেল ছাত্রফ্রন্ট, বহিষ্কারও হল তাদের কর্মীরা

আমি ছাত্রীকে ঘুষি মারিনি : প্রক্টর

■ বাকৃবি সংবাদদাতা

বিধি-নিষেধ অমান্য করে প্রশাসন ভবনের সামনে মিছিল এবং প্রক্টর ও কয়েকজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত এবং প্রশাসনিক কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগ এনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নয় নেতা-কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের (এক সেমিস্টার) জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে অনার্সে বর্ধিত ভর্তি ফি প্রত্যাহারের দাবিতে গত ৯ অক্টোবর আন্দোলনরত ছাত্রফ্রন্ট নেতা-কর্মীদের উপর প্রশাসনের মদদে প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ হামলা করলেও ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এদিকে ওই ঘটনার সময় আন্দোলনরত ছাত্রফ্রন্টের এক নারী কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম.এ. সালাম ঘুষি মেরেছেন, যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তবে এম.এ. সালাম বলেছেন, 'আমি কাউকে আঘাত করিনি, বরং মারামারি ঠেকাতে ভূমিকা রেখেছি।'

বর্ধিত ফি বিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্রফ্রন্টের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

বাকৃবিতে মার খেলো

২৪ পৃষ্ঠার পর

নেতা-কর্মীরা মারধরের শিকার হন। তবে গত সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির এক সভায় ছাত্রফ্রন্টের ৯ নেতা-কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃতরা হলেন- কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগের মাস্টার্স শিক্ষার্থী অজিত কুমার দাস (সহ-সভাপতি), পশুপালন অনুষদের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র বিপ্লব চৌধুরী (সহ-সম্পাদক), কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ৩য় বর্ষের রফিকুজ্জামান ফরিদ (সাংগঠনিক সম্পাদক), জিনিয়া হোসাইন এ্যানি (অর্থ সম্পাদক), কৃষি অনুষদের ১ম বর্ষের নাজমুল কায়সার গুত (পর্যবেক্ষক সদস্য), পশুপালন অনুষদের ৩য় বর্ষের নাসিমা আক্তার (পর্যবেক্ষক সদস্য), জাকিয়া সুলতানা (সদস্য), স্বপ্না রানী (পর্যবেক্ষক সদস্য) এবং মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ২য় বর্ষের রত্না ত্রিপুরা (কর্মী)। বহিষ্কার হওয়া ৯ শিক্ষার্থীর ৭ জনই ছাত্রী।

তবে বাকৃবি ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি সৌম্যজিত চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক কিশোর আহমেদ বহিষ্কার আদেশের বাইরে আছেন। ছাত্রফ্রন্ট নেতা-কর্মীদের উপর প্রশাসনের মদদে প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ হামলা করলেও ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় ওই ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার তদন্ত এখনো চলছে উল্লেখ করে প্রক্টর এম.এ. সালাম জানান, তদন্ত কমিটি সঠিকভাবেই তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাওই ঘটনায় বাকৃবি ছাত্রলীগের কেউ দোষী বলে প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

এদিকে গতকাল বুধবার ওই ঘটনায় অভিযোগে ছাত্রফ্রন্টের নতুন করে ২ কর্মী হযরত আলী ও মাখদুমা জেরিনকে কেন বহিষ্কার করা হবে না মর্মে কারণ দর্শাও নোটিস দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা বাদি হয়ে ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১১ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ কোতয়ালী মডেল থানায় একটি মামলা করেছেন। অপরদিকে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা আকিক, টিটু ও বজলুসহ মোট ২৩ জনের নামে পাল্টা মামলা দায়ের করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট বাকৃবি শাখা।

বাকৃবি ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক কিশোর আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওই বহিষ্কার আদেশ সম্পূর্ণ অবিচার, অযৌক্তিক ও অনৈতিক। এর মাধ্যমে আমাদের চলমান আন্দোলনকে বাধা দেয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্রফ্রন্টের পক্ষ থেকে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে।

প্রক্টর অধ্যাপক এম.এ. সালাম বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি ও শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।